(1) Write a note on the characteristic features of Rudra. (রুদ্র দেবতার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য)

Ans:- বৈদিক সমাজে রুদ্র দেবতা বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। ঋকবেদে অল্প কয়েকটি সূক্তে তার স্তুতি পাওয়া যায়। কিন্তু পরবর্তী সময়ে যজুর্বেদে, অথর্ববেদে, উপনিষদে ও পৌরাণিক সাহিত্যে তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। এবং সেই সঙ্গে তাঁর প্রাধান্যও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই দেবতার মধ্যে নানা চিন্তাভাবনার সমন্বয় ঘটেছে। ঋকবেদে অগ্নি ও রুদ্র এক। ইন্দ্রও এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। পরবর্তী কালে যম এবং অন্যান্য দেবতার মিশ্রণ ঘটেছে রুদ্রের মধ্যে। প্রজনন, কৃষি ও পশুপালনের দেবতারূপে তাকে পাওয়া যায়। এই রুদ্র পরবর্তী সাহিত্যে মহাদেবে পরিণত হয়েছেন। ~~প্রজনন~~

<u>রুদ্রের নামকরণ</u> :- রুদ্র দেবতার নামকরণ নিয়ে বিভিন্ন মত প্রচলিত আছে।

বাজসনেয়ি সংহিতায় তাঁকে 'উচ্চৈঃ ঘোষঃ' অর্থাৎ 'মহা-শব্দরূপী' বলা হয়েছে। তাঁকে আবার শ্রব ও প্রতিশ্রব (শব্দ ও প্রতিশব্দ) বলা হয়েছে। সায়নাচার্য রুদ্ ধাতু থেকে রুদ্রের ব্যুৎপত্তি দেখিয়েছেন। —

'<u>রোদয়তি সর্বমন্তকালে ইতি রুদ্রঃ।</u>' যুক্তি

যিনি কাঁদান তিনিই রুদ্র। অথবা যিনি কাঁদেন তিনিই রুদ্র। সর্বাধিক প্রচলিত মত হল রুদ্র শব্দটি রুদ্ বা রু ধাতু এবং দ্র ধাতুর যোগে ~~রুদ্রটি~~ নিষ্পন্ন হয়েছে। এর অর্থ যিনি প্রচন্ড গর্জন করে বা উচ্চৈঃস্বরে রোদন করতে করতে গমন করেন। এ থেকে মনে হয় রুদ্র বজ্রের দ্যোতক।

Scanned by CamScanner

বজ্রপাতের প্রচণ্ড শব্দ এবং বিদ্যুতের চোখ ঝলসানো রূপ রুদ্র দেবতার প্রাকৃতিক ভিত্তি।

রুদ্রদেবতার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :- রুদ্র দৃঢ় অবয়ব-যুক্ত। উগ্র বা তেজস্বী এবং দীপ্ত অলংকারে শোভিত তার শরীর স্বর্ণের মত উজ্জ্বল। অথর্ববেদে রুদ্রের সুন্দর সহস্র চক্ষু, মুখমণ্ডল ও উদরের বর্ণনা পাওয়া যায়। রুদ্রের ধনুর্বাণের কথা সব স্থানেই পাওয়া যায়। বাজসনেয়ি সংহিতায় তাকে জটাধারী, মুণ্ডিত মস্তক, উষ্ণীষধারী, চর্মবস্ত্রধারী বলা হয়েছে। যজুর্বেদে রুদ্রের সুপ্ত, জাগ্রত, শয়ান, আসীন, ধাবমান প্রভৃতি রূপের বর্ণনা আছে।

রুদ্রকে মরুৎগণের পিতা বলা হয়েছে। একাধিক মন্ত্রে তাঁর যোদ্ধারূপের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। তিনি শিরস্ত্রাণধারী, খড়্গ ধারী, শত্রুহন্তা ও সেনানী। তিনি উগ্র, ভীম ও শত্রুঘাতী। তিনি পথের অধিপতি — 'পথীনাং পতিঃ।' ইতি,

শুক্লযজুর্বেদে রুদ্রের কল্যাণকর রূপের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। রুদ্র যেমন ক্রোধী ধনুর্বাণ-ধারী, তেমনি সৌম্য ও মঙ্গলময় আকৃতিবিশিষ্ট। তিনি পুণ্যময় ও গিরিত্রাতা। তাঁর কল্যাণে সকলে রোগহীন ও শোভনমনস্ক হয়। রুদ্র দেবতাগণের হিত-কারী এবং ভিষক্। তিনি সর্প প্রভৃতি হিংস্র প্রাণী-দের বিনাশ করে —

'অধ্যবোচদধিবক্তা প্রথমো দৈব্যো ভিষক্। অহীংশ্চ সর্বান্ জম্ভয়ন্ সর্বাশ্চ যাতুধান্যোঽধরাচীঃ পরাসুব॥'

রুদ্র উদয় ও অস্তকালে রক্তিম বর্ণ, অন্যসময়ে পিঙ্গলবর্ণ। তিনি সহস্র কিরণের

যারা দিকসমূহকে আশ্রয় করেছেন। —

'অসৌ যস্তাম্রো অরুণ উত বভ্রুঃ সুমঙ্গলঃ।
যে চৈনং রুদ্রা অভিতো দিক্ষু শ্রিতাঃ সহস্রশোঽবৈষাং হেড় ঈমহে ॥' ইতি।'

রুদ্র নীলকণ্ঠ, সহস্রচক্ষুযুক্ত, বর্ষণক্ষম ও শক্তিবর্ধে দক্ষ। ঋষির প্রার্থনা রুদ্র যেন ধনু অবনত করে তীক্ষ্ণ বাণগুলিকে ভোঁতা করে সকলের প্রতি মঙ্গলময় হোন।

অর্থাৎ ঋক্‌বেদে রুদ্রের প্রকৃত স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয়নি। যজুর্বেদেই তার প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত। এখানে রুদ্রকে সর্বশক্তিমান দেবতারূপে কল্পনা করা হয়েছে। রুদ্র কল্যাণময় দেবতারূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। এই সর্বশক্তিমান রুদ্রের কাছে ঋষি কবির প্রার্থনা — 'যথা নঃ সর্বমিজ্জগদযক্ষ্মং সুমনা অসৎ।